ভূমিকা
রাবার চাষের ইতিবৃত্ত
রাবার চাষের ইতিহাস

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাবার চাষের আওতাভুক্ত ভূমি ও উৎপাদন চিত্রঃ

নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	বাগানের পরিমাণ(একর)	উৎপাদন পরিমাণ (মেট্রিক টন)
১	বি এফ আই ডি সি	৩৮০৬৭.০১	৫৫২২.২
২.	ব্যক্তি মালিকানাধীন	৩২,৫৫০.০০	২৭০০.০
৩	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১২,০০০.০০	১,১৫০.০০
৪	ডানকান ব্রাদার্স	৭,৫০০.০০	৮৫০.০০
৫	জেমস ফিনলে	৫,০০০.০০	৫৫০.০০
৬	মেসার্স রাগীব আলী	২,৫০০.০০	৪৩০.০
৭	ইস্পাহানি নেপচুন	৮০০.০০	৮০.০০
	মোটঃ	৯৮,৪১৭.০১	১১,২৮২.২

“বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯ নং আইন)” অনুসারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়।

একনজরে রাবার বোর্ড

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বর্তমান অফিস ভবন

ভিশন

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

মিশন

- আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের রাবার চাষ নিশ্চিত করা।
- ইজারাকৃত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- রাবার চাষে ও শিল্পে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা।
- বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।
- রাবার চাষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করে দারিদ্রতা নিরসন করা।
- রাবার শিল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।
- রাবার চাষে ও রাবার শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

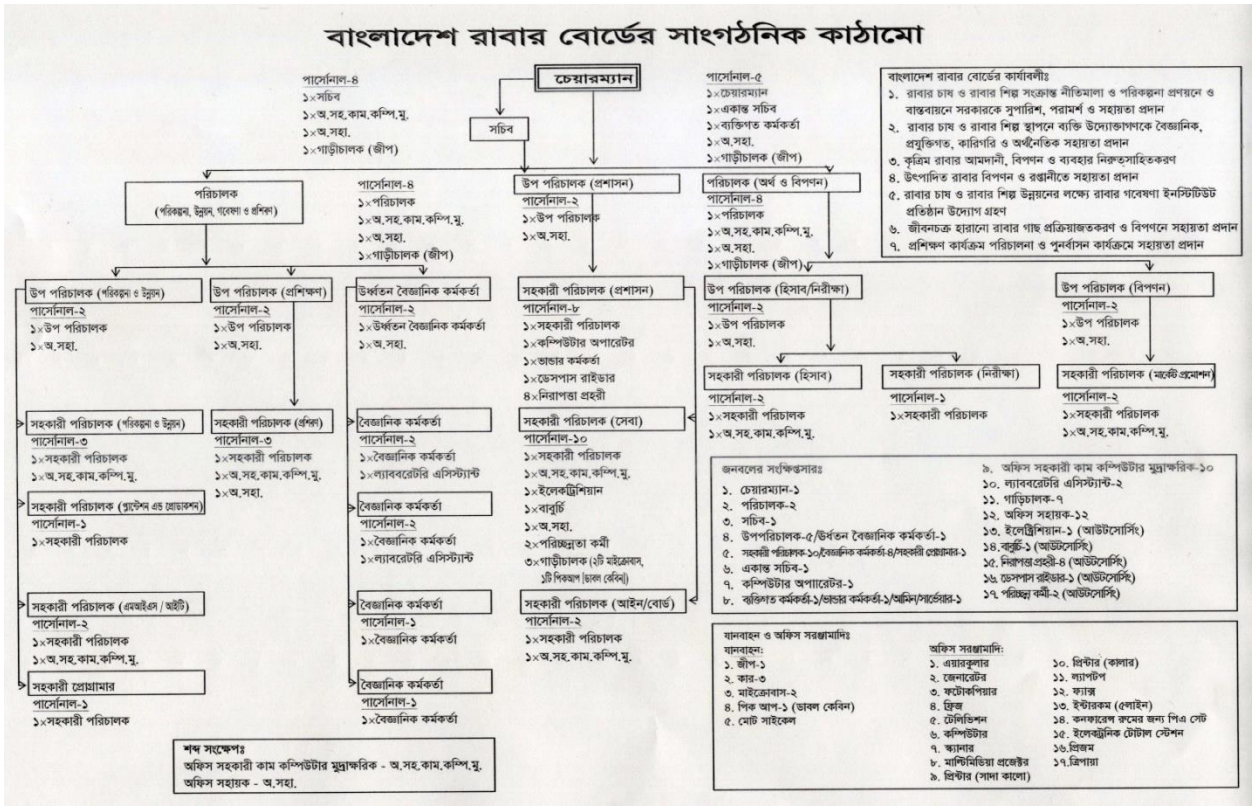

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের জমির অনুপযুক্ত অংশে (৩৫ ডিগ্রী ঢালের উপরে অথবা জলাবদ্ধ অংশে) ফলজ, বনজ বা ঔষধি বৃক্ষসহ অন্যান্য সহায়ক অর্থকরী ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদকরণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

পরিচালনা পর্ষদের গঠন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান
- সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)
- উপ-সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- উপ-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- বন সংরক্ষক কর্মকর্তা, বন অধিদপ্তর
- পরিচালক, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদ
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প মালিক সমিতি
- রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ
১.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০১৩
২.	বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১০
৩.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর কর্মচারী (চাকুরি) প্রবিধানমালা-২০২০

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য:

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশসমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর সদস্যপদও গ্রহণ করেছে।

IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) "The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries" অনুযায়ী চলতি বছরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও শ্রীলংকা হতে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উক্ত ক্লোনসমূহের জন্য অনুকূল হলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদনশীলতা বাড়বে মর্মে আশা করা যায়। তবে এজন্যে অন্তত: ৮-১০ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। রাবার ক্লোন আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর হতে ইতোমধ্যে আমদানি পারমিট গ্রহণ করা হয়েছে এবং উচ্চ ফলনশীলজাত আমদানীর লক্ষ্যে ভারত ও শ্রীলংকার সাথে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে উক্ত ক্লোনসমূহ বাংলাদেশে আনা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। তবে এ সকল উচ্চ ফলনশীল ক্লোন থেকে চারা উৎপাদনের কার্যক্রম রাবার উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যেও রাবার বোর্ড কাজ করছে। তাতে আশা করা যায় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতেও কাঁচা রাবার উৎপাদন বাড়বে। পরিবেশবান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। রাবার বোর্ড তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হচ্ছে; যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠামো বা জমি না থাকা;
- বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাব;
- দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গবেষণার জন্য স্থানের প্রয়োজনীয় অপ্রতুলতা;
- মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগের অভাব;
- আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষিদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার অভাব;
- আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক কম হওয়া।

উত্তরণের উপায়:

❖ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুমোদনকৃত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী দ্রুত প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ দান করা যাতে রাবার বোর্ডের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

❖ বাংলাদেশের রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহঃ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রফতানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেস নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষে এ অফিস ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও রাবার বাগান মালিকদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং ডাটাবেস তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

❖ *বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধিঃ*

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা ANRPC ও IRRDB এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

❖ প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিঃ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

- ❖ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিঃ

  বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতি গুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের বর্তমান কার্যক্রম

- দেশের সকল রাবার বাগানের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ
- রাবার উৎপাদন, বিপণন, বিদেশে রপ্তানী এবং রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জমির ইজারার তথ্য সংগ্রহ ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ
- ডাটাবেস প্রণয়ন
- বাগান মালিক, ম্যানেজারদের প্রশিক্ষণ পরিচালনা
- সংশ্লিষ্ট জেলায় জেলা প্রশাসক ও স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন।
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সম্পর্কে প্রচারের লক্ষ্যে সভা, সেমিনার আয়োজন।
- ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন।

SWOT

Strength:

- ❖ সরকারি জমি প্রাপ্তি
- ❖ বাংলাদেশের জমি রাবার চাষের উপযোগী
- ❖ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন ২০১৩ প্রণয়ন
- ❖ রাবার বোর্ড গঠন

Weakness:

- ❖ বাংলাদেশের রাবার চাষ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়
- ❖ জমি লীজ নিয়ে রাবার চাষ না করা/ অব্যবহৃত ফেলে রাখা
- ❖ লীজকৃত জমি অবৈধ দখল হওয়া।
- ❖ রাবার মালিকদের তথ্য গোপনের প্রবণতা

- ❖ লীজকৃত জমি অবৈধভাবে হস্তান্তর করা

Opportunity:

- ❖ রাবার চাষ পরিবেশবান্ধব
- ❖ রাবার চাষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সহযোগী ভুমিকা পালন করতে পারে
- ❖ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে রাবার চাষ কার্যকর অবদান রাখছে।
- ❖ রাবার চাষ দারিদ্র নিরসনে সহায়ক
- ❖ রাবার শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সম্ভব
- ❖ নারীর ক্ষমতায়নে রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সহায়ক ভূমিকা পালন করছে
- ❖ যথাযথ তদারকি ও মনিটরিং এর অভাব

Threat:

- ❖ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট খরা,বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস ইত্যাদি
- ❖ বন্য হাতীর আক্রমণে রাবার বাগানের ক্ষতিগ্রস্থতা
- ❖ বাগানে আগুন লাগার আশংকা
- ❖ পরিবহন সংকটের কারণে কাঁচামাল নষ্ট হওয়া
- ❖ সড়কে ও বাগানে চাঁদাবাজি।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ভবিষ্যৎ করণীয়

- ❖ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব জমি অর্জন করা /ভবন নির্মাণ করা।
- ❖ নিজস্ব ভবনে দপ্তর স্থানান্তর করা।
- ❖ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব বাগান, ফ্যাক্টরি স্থাপন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন করা।
- ❖ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা
- ❖ আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে রাবার মালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক, টেপারদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- ❖ রাবারের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নত প্রযুক্তি ও উন্নতজাতের ক্লোন ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ❖ রাবার এর গুনগত মান ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- ❖ দেশীয় রাবারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা
- ❖ বিদেশ হতে আমদানীকৃত রাবারের উপরে শুল্ক আরোপের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- ❖ রাবার চাষের ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ করা।

- ❖ সিনথেটিক রাবারের আমদানি বন্ধ করা
- ❖ রাবার বাগানের ফ্যাক্টরিগুলোর বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- ❖ রাবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং রাবার বাগান মালিকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
- ❖ বাগান মালিকদের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য ব্যবস্থা করা
- ❖ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।

পরিশেষে, অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পথে এখন বাংলাদেশ আসীন, এশিয়ার অর্থনীতিতে এখন নতুন ইমার্জিং টাইগার বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মূল্যায়নে বাংলাদেশকে এভাবেই অভিষিক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সাড়ে চার দশক পর বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে এ দেশের সামনে অপেক্ষা করছে আলোর ঝলক। জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি প্রবৃধি অর্জনের সাফল্য দেখাচ্ছে যেসব দেশ, বাংলাদেশের স্থান সে তালিকার ওপরের দিকে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। সিরামিক , ঔষধ শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করছে। কাগজকল, সিমেন্ট কারখানা প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আগের চাইতে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান অন্তত ৭০/৮০ গুণ উন্নত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে জাহাজ রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলোতে। সর্বশেষ এক দশকে দারিদ্র জয় করে দীর্ঘ ৫০ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আজ উন্নয়নের রোল মডেল। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে প্রবেশের আগ মূহুর্তে দেশটি উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জাতিসংঘ সনদ পেয়েছে। অর্থনীতি ও মানব উন্নয়নের সূচকসহ কয়েকটি সূচকে বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। সর্বশেষ এক দশকে সব সূচকে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে বাংলাদেশের। আই এম এফের হিসাব অনুযায়ী, পিপিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থান ৩০তম। প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারসের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী বাংলাদেশের অর্থনীতি ২০৪০ সাল নাগাদ বিশ্বে ২৩ তম স্থান দখল করবে। এইচ এস বিসির প্রক্ষেপণ বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৬ তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে। এ সামগ্রিক উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দুটোই কার্যকর ভুমিকা পালন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের ফসল হিসেবে বাংলাদেশ রুপকল্প ২০২১, ২০৪১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ডেল্টা প্ল্যান প্রণয়ন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে ২০ বছর মেয়াদী দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন হতে চলেছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও উচ্চ মধ্য আয়ের সোপানে উত্তরণ, এ দেশ হতে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের অবলুপ্তিসহ উচ্চ আয়ের উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করতে এ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এছাড়া বাংলাদেশ সরকার নারীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে সরকার অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২১) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২৪-২৫ সালের অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৮.৫% অর্জন, ৭৫ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্যের হার ১২.১৭% এ নামিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে। এছাড়া ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর সাথে সঙ্গতি রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন এবং প্রশমন বাড়ানোসহ আরো কর্মসূচী গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সরকারের বর্ণিত পরিকল্পনা, কর্মসূচী এবং উদ্যোগসমূহ প্রাকৃতিক রাবার বাগান সৃজন, রাবার চাষ, রাবার ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এসব কিছুর সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে রাবার সংশ্লিষ্ট কৃষি ও শিল্প খাতের অবদান জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে সংযুক্ত করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ শুরু করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু

পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়নের মত জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ আন্তরিক, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারে সচিব, পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সকল স্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে।

রাবার চারা ও রাবার বাগান

ল্যাটেক্স

বান্দরবানের লামা রাবার বাগান পরিদর্শন